প্রথম আলো

তারিখ ... 01 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

ছাত্রলীগের আগাছা নির্মূলের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রথম আলো ডেস্ক ●

ছাত্রছাত্রীদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন এবং দেশের জনগণকে ভালোবাসার জন্য ছাত্রলীগের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে আগাছা নির্মূল করে এই সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সমুন্নত রাখারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। খবর বাসসের।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গতকাল সোমবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক আলোচনা সভায় এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। ছাত্রলীগ এ সভার আয়োজন করে।

সভায় শেখ হাসিনা বলেন, একজন রাজনীতিবিদকে জানতে হবে, কীভাবে ত্যাগের মাধ্যমে বাঁচতে হয়। ত্যাগ ছাড়া একজন রাজনীতিবিদ জনগণকে কিছুই দিতে পারেন না। রাজনীতিবিদের জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে জনগণের আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তোমরা যদি কারও কাছ থেকে ভালোবাসা পাও, তাহলে তোমাদেরও উচিত তাকে ভালোবাসা দেওয়া। তুমি কী পেলে, সেটা কোনো বিষয় নয়।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু বলতেন, খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ একটি উর্বর দেশ। কিন্তু খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে আগাছাও জন্মায়। তাই ভালো শস্য উৎপাদনের জন্য আগাছা তুলে ফেলতে হয়।' শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ থেকেও আগাছা নির্মূল করতে নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগের প্রকাশনা *মাতৃভূমির* মোড়কও উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আদর্শ ছাড়া কোনো ব্যক্তি দেশ ও জনগণকে কিছুই দিতে পারে না। তিনি বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, ত্যাগ ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে জানতে তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়তে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগকে একটি সুসংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। এ সংগঠন সব আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন-সংগ্রামের ব্যাপারে নির্দেশনা ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের মাধ্যমে ছাত্রলীগের নেতাদের কাছে পাঠাতেন। শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ আগস্টের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য শুধু একটি পরিবারকে শেষ করা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ছিল না। এ জাতির স্বাধীনতা ও বিজয়কে ভূলুণ্ঠিত করতেও সুপরিকল্পিতভাবে চালানো হয় এ হত্যাকাণ্ড। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেন এবং তাদের অনেককে শাস্তি দেওয়া ও কারাগারে পাঠানো হয়।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির প্রতি সংহতি প্রকাশে, ১৫ আগস্ট জন্মদিন পালন করে আসছেন। মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তিই ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে।

আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সুলতান শফি, বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের অনুবাদক অধ্যাপক ফখরুল আলম অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ।